প্রথম আলো

তারিখ 28 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

১৩৭৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষতি

বিশাল বাংলা ডেস্ক ●

ঘূর্ণিঝড় মহাসেনের আঘাতে বরগুনা, পটুয়াখালী ও ভোলায় এক হাজার ৩৭৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পটুয়াখালী জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যালয়ের কর্মকর্তারা জানান, মহাসেনের তাণ্ডবে পটুয়াখালীর ৫৭৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে ২০৭টি ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩৬৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

কলাপাড়া উপজেলার ২৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গলাচিপার ১৫১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে ৫১টি। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৯৭টি। রাঙ্গাবালীতে ৬৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে ৫৫টি। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১২টি। দশমিনায় দুটি স্কুল ও দুমকিতে একটি স্কুল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। এ ছাড়া দশমিনায় ১১টি, বাউফলে ৩৮টি, সদর উপজেলায় ১০টি, মির্জাগঞ্জে ১১টি এবং দুমকিতে ১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কলাপাড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রুহুল আমীন বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করে দুরবস্থা দেখেছি। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানোও কষ্টকর হবে।'

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা শান্তি রঞ্জন বৈদ্য বলেন, বরাদ্দ সাপেক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বরগুনা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ের কর্মকর্তারা জানান, জেলায় ১৩২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ও ৩৫৬টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৩২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৩৬টি কলেজ। বরগুনা সদরে সর্বোচ্চ ৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া আমতলীতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৪৫টি প্রতিষ্ঠান। সদর উপজেলায় চালিতাতলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি শাহজাহান পঞ্চায়েত বলেন, তবনটি বিধ্বস্ত হওয়ায় প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থীর পাঠদান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

পাথরঘাটা উপজেলার কাকা আজিজিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম হায়দার সবুর বলেন, বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ছাত্রাবাসের ৭০ জন শিক্ষার্থীর বইপত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। কবে ক্লাস শুরু হবে তা নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

ভোলার জেলা প্রশাসকের জরুরি নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, চরফ্যাশনে ১০২টি, লালমোহনে ৯৯টি, বোরহানউদ্দিনে ১৯টি, দৌলতখানে ২৫টি, তজুমদ্দিনে ২২টি, মনপুরায় ১২টি ও ভোলা সদরে ৩১টিসহ জেলায় ৩১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কার না করলে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী ক্লাস করতে পারবে না।

লালমোহন উপজেলার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের জিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিমন্যু দাস বলেন, তাঁর বিদ্যালয়ের চাল, দরজা-জানালা ও শৌচাগার বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। দ্রুত সংস্কার না হলে শিক্ষার্থীদের চরম ক্ষতি হবে।

জেলা প্রশাসক খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের তালিকা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হচ্ছে। আশা করি, কর্তৃপক্ষ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে।'

[প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন এম জসীম উদ্দিন, বরগুনা; আমিন সোহেল, পাথরঘাটা; খায়রুল বাশার, আমতলী; শংকর দাস, পটুয়াখালী, নেছারউদ্দিন আহমেদ, কলাপাড়া ও নেয়ামত উল্যাহ, ভোলা]